দিন গুনছি

আমি সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে খুব সহজ একটা নিয়ম মেনে চলি। ছবিটি দেখার আগে একটু খোঁজ খবর নেই। পরিচিত সবাইকে তো জিজ্ঞেস করিই- সম্ভব হলে ঐ ছবির উপর কোন লেখা থাকলে তাও টুক করে পড়ে নেই । কারন জগতের সব ছবি তো আর দেখতে পারবো না। আর কোন বাজে ছবি দেখার পর- সময় নষ্ট করার জন্য আফসোস করতে চাই না। তবে সব সময় যে এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে যাই তা নয়। কখনো কখনো ঝোঁকের মাথায় কিছু ছবি দেখে ফেলি। ওটা অবশ্য হিন্দি ছবির বেলায় বেশী হয়। এমন একটি ঘটনায় ঘটলো বেশ কিছু দিন আগে। পঁচিশ বছরের মঈন ফোন করে বললো - 'মামা একটা দারুন হিন্দি সিনেমা আসছে। দেখেন, তারপর বইলেন কেমন লাগলো।' আমি যতই জিজ্ঞেস করি সিনেমার গল্পের কথা সে ততই জোড় দিয়ে বলল আগে ছবিটা দেখেন ।

আমি দোকান থেকে ৫ ডলার দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে আসলাম। সিনেমার কভার দেখে মনে হলো ধুম-ধারাক্কা মার্কা একটা ছবি। তবুও মঈন বলেছে তাই সিনেমা দেখা শুরু করলাম। সিনেমার নাম 'লাগে রাহো মুন্না ভাই'। গল্পটি এই রকম- মুন্না ভাই একজন মাস্তান। জগতের সব কিছুই গায়ের জোড় করতে চায়। তাই সে তার দল নিয়ে মানুষকে সাইজ করে। লোকজন চাঁদা দেয়, ভয় পায় এবং সেই সাথে ঐ সিনেমার হিরোর মত মুন্নাভাই জনগনের সেবা করে। গায়ের জোড়ে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠেনি।

রেডিও-র একজন উপস্থ্যাপিকাকে সে ভীষন পছন্দ করে এবং তার প্রেমে রীতিমত হাবুডুবু খায়। তার সাথে একবার দেখা করার খুব শখ। কিন্তু উপায় কি? ঠিক সেই সময় সেই উপস্থাপিকা রেডিও তে মহাত্মা গান্ধীর উপর একটি প্রতিযোগিতা শুরু করলো। মুন্না ভাইকে এই প্রতিযোগিতায় জিততেই হবে। গায়ের জোড়ে সব পড়ুয়া ছাত্র গুলোকে নিয়ে এসে নিজের টেবিলের সামনে জড়ো করলো। তারপর প্রশ্নকর্তা গান্ধীর উপরে যে প্রশ্নই করেন না কেন মুন্না ভাই ঠিক ঠিক উত্তর দেয় । এবার মুন্নাভাইকে আর আটকায় কে? মুন্নাভাই তার প্রেমিকার সাথে দেখা করার সুযোগ পেল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে- মুন্নাভাই তো এখন তার সাথে সেইসব মানুষগুলোকে নিয়ে যেতে পারেব না যারা তাকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে। তাহলে উপায় কি? মুন্না ভাইয়ের বন্ধু তাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে আসলো। হাতে মাত্র পাচঁ দিন বাকী। এই পাঁচ দিনে মুন্না ভাইকে গান্ধীজি সম্বন্ধে সব জানতে হবে। প্রেমিকার মন জয় করার জন্য মুন্নাভাই তিন রাত না ঘুমিয়ে একটানা পড়লো। ঠিক সেই সময়ই সিনেমার ম্যাজিকটা ঘটলো। মহাত্মা গান্ধী মুন্না ভাইয়ের সামনে এসে হাজির। মুন্নাভাই ভয় পেল- কিন্তু গান্ধীজি আশ্বাস দিল যে মুন্না যদি মন থেকে তাকে ডাকে তাহলে গান্ধীজি তার সামনে উপস্থিত হবে এবং তাকে সাহায্য করবে । মুন্নাভাইয়ের গান্ধীপ্রেমের শুরু এখান থেকেই। সে রেডিওতে সেই উপস্থাপিকার সাথে অনুষ্ঠানে করা শুরু করলো। রেডিওর মাধ্যমে মুন্না ভাই গান্ধীর সেই বাণী 'অহিংসা পরম ধর্ম' প্রচার শুরু করলো। এই কাজটি শুরু করার কায়দাটাও ভিন্ন । বিভিন্ন মানুষ টেলিফোনে তাদের সমস্যার কথা বলত। আর মুন্না ভাই উত্তর দেবার আগে একবার পিছনে তাকাতো । দেখতো গান্ধী তার পিছনে দাড়িয়ে ঐ প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছে। ব্যাস । মুন্না ভাই এর কাজ আরো সহজ হয়ে গ্যালো। সে ঐ একই উত্তর মাইক্রোফোনের সামনে বলে দিত। হু হু করে সেই রেডিওর জনপ্রিয়তা বেড়ে গ্যালো । মুন্না ভাই 'দাদাগিরি' বাদ দিয়ে 'গান্ধীগিরি' শুরু করলো।

মুন্নাভাই যেহেতু মাস্তান সেহেতু বিভিন্ন মানুষের হয়ে ভাড়ায় খাটতো। কিন্তু রেডিওর এই অনুষ্ঠান করতে করতে গিয়ে যাদের হয়ে ভাড়ায় খাটতো তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নামলো। হ্যা মজার বিষয় হচ্ছে -এই যুদ্ধ বন্দুক বা পেশী দিয়ে নয়। এই যুদ্ধ অহিংসার বানী ছড়ানোর যুদ্ধ। একজন বড় ডেভেল্পমেন্ট এজেন্সির মলিক একটি বৃদ্ধাশ্রম দখল করে নিল। মুন্না গায়ের জোড়ে বাড়ীটি দখল করতে চেয়েছিল । কিন্তু বাপু (মানে গান্ধীজি) ওকে বললো 'হিংসা হচ্ছে অসুস্থতা। কাউকে চড় মারা সহজ -কিন্তু মাফ চাওয়া অনেক কঠিন।' মুন্না ডেভেল্পমেন্ট এজেন্সির মলিকের বাড়ীর সামনে সেই বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধদের নিয়ে অহিংসা প্রদর্শন করলো। সেই মালিককে বলল, 'দেখ আমি ইচ্ছা করলে গায়ের জোড়ে এই বাড়ী দখল করতে পারি কিন্তু করবো না- কারন তুমি অসুস্থ। তোমার মনে হিংসা।' সেই মালিকের সুস্থতার জন্য রেডিওর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই কে ফুল পাঠাতে বললো। সবাই ঐ ডেভেল্পমেন্ট এজেন্সির মলিকে ফুল পাঠালো- আর কার্ডে লিখলো - 'গেট ওয়েল সুন'। মুন্না ভাই এক সময় আবিষ্কার করলো গান্ধীজি তাকে সব সময় ছাঁয়া দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে। তাকে কখন কি করতে হবে তা বলে দিচ্ছে । কিন্তু গান্ধীজীকে মুন্না ভাই কেবল একা দেখে । আর কেউ দেখে না । তার দীর্ঘ দিনের বন্ধূও তাকে এত দিন মিথ্যে বলেছিল যে সে ও গান্ধীজিকে দেখে । শেষ পর্যন্ত সেও বলে ফেললো ঐ গান্ধীজি বাস্তবে নেই। মুন্না ভাই তো মানতে রাজী নয়। কারন ও পিছন ফিরে তাকালেই দেখে গান্ধীজি পরম আদর মাখা মুখে মুন্নাভাই কে বলছে -'আমাকে মন থেকে ডাকলে আমি তোমার কাছে আসবো।' অন্য হিন্দি সিনেমার মত এই সিনেমাটাও একটা চমৎকার ইলিউশন তৈরী করে ফেলেছে। হিন্দি সিনেমায় স্টান্ট থাকে । আমার মনে হচ্ছিল এটাও একটা ষ্টান্ট। বাস্তবে যা সম্ভব নয় - সেগুলোই তো ষ্টান্ট করে আমাদের সিনেমায় দেখায় । আমি আরো আরাম করে বসে সিনেমা দেখতে থাকলাম।

মুন্নাভাই এর জনপ্রিয়তা কাল হয়ে দাড়ালো। রিয়েল এষ্টেটের মালিক মুন্না ভাইকে অসুস্থ প্রমান করার চেষ্টা করলো। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা হলো। আমি এবার মুচকি হাসলাম। ভাবলাম এই ভাবে সিনেমাটা শেষ না করলেই ভালো হতো। কি দরকার ছিল ঐ মনোচিকিৎসককে দিয়ে কিছু তত্বের কথা বলানো? শুরু হলো পরীক্ষা। মুন্না ভাই কে গান্ধী সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করা হবে- যা সাধারন মানুষ জানেনা । যদি সত্যি সত্যি গান্ধীজি মুন্না ভাইএর সাথে কথা বলে - তাহলে ঐ প্রশ্নের উত্তর গুলোও গান্ধীজি নিশ্চয় মুন্না ভাইকে বলে দিবে। আমি ভাবি দূর.. এভাবে সিনেমা শেষ করা কি ঠিক হলো? তবুও আয়েশ করেই দেখতে থাকি। মনোচিকিৎসক প্রথম প্রশ্ন করলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন-মুন্না ভাই পিছনে তাকালেন আর দেখলেন গান্ধীজি মিটি মিটি হেসে উত্তর গুলো বলে দিচ্ছে। এবার তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রশ্ন করলেন । মুন্না ভাই পিছন তাকালেন -দেখলেন গান্ধীজি চুপ করে বসে আছেন। কোন উত্তর দিচ্ছেন না। মুন্নাভাই বার বার গান্ধীজি কে অনুরোধ করলেন -উঁহু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি নড়ে চড়ে বসলাম। হচ্ছেটা কি? হিন্দি সিনেমার ফর্মূলায় তো এটা হবার কথা নয়? এখনই তো নায়কের জয় হবে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই গল্পের মোড় হিন্দি সিনেমার সরলীকরনের তত্ত্বকে সজোড়ে ধাক্কা দিল-ঐ মনোচিকিৎসকের ব্যাখ্যা। তিনি বললেন-মুন্না ভাই আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ। এই অসুস্থতার একটি প্রধান উপসর্গ হচ্ছে হ্যালুসিনেশণ। অর্থাৎ সে এমন কিছু দেখে যা বাস্তবে নেই। মুন্নাভাই প্রতিটি প্রশ্নের আগে ঘাঁড় ফিরিয়ে গান্ধীজির কাছে জানতে চায় উত্তরটি কি? আসলে মুন্নাভাই ঐ উত্তরটি জানে। তাই তার মনে হয় গান্ধীজি তাকে উত্তরটি বলছে। যে প্রশ্নের উত্তর মুন্না ভাই জানে না গান্ধীজি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। মনোচিকিৎসক এবার সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একটি কাগজে লিখে মুন্না ভাইকে দিল। মুন্নাভাই উত্তরগুলো পড়ে যেই

পিছনে তাকালো দেখলো গান্ধীজি সেই একই উত্তর বলে দিচ্ছে। উপস্থিত সবাই সবাই বিষয় টি মেনে নিল । হ্যা.. মুন্নাভাই মানষিক ভাবে অসুস্থ। কিন্তু মুন্নাভাই বিষয় টি মেনে নিল না। মুন্নাভাই বিশ্বাস করে বাপু এখনও তার সাথে কথা বলে।

সিনেমাটি এখানেই শেষ। কিন্তু আমার ভাবনার শুরু এখান থেকেই । একটি বানিজ্যিক সিনেমায় দর্শক ধরে রাখার জন্য যত রকম উপাদান থাকা দরকার (যেমন নাচ, গান, গ্ল্যামার, ভাড়ামো, মারামারি, গরীবের প্রতি দরদ ইত্যাদি) তার প্রায় সব গুলো উপাদানই ঐ সিনেমাতে আছে । তাই ছবিটি ফ্লপ করেনি। কিন্তু ছবিটির বিষয় বস্তু কি? সম্পূর্ন সিনেমাটি তৈরী হয়েছে একজন মাস্তান কি ভাবে গান্ধীজির বাণীকে মাস্তানী বা খেলার ছলে ব্যবহার করা শুরু করেছিল -এবং শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা এমন হলো যে 'অহিংসা পরম ধর্ম' হয়ে উঠলো তার ধর্ম। সবাই তাকে বলল 'মুন্না তুমি পাগল'। কিন্তু মুন্না ভাবে সে সুস্থ - কারন 'বাপু' তার সাথে আছে। আমি জোড় গলায় বলতে পারি সিনেমা হলের সামনে দাড়িয়ে প্রতিটি দর্শককে যদি জিজ্ঞেস করা যেত যে এই সিনেমার গল্প টা কি? তাহলে প্রত্যেকেই বলবে, 'এটা বাপুর গল্প'। বাপু টা হচ্ছে গান্ধীজি। যার মূল মন্ত্র ছিল 'অহিংসা পরম ধর্ম'।

মুন্না ভাইকে মনোচিকিৎসার সেই পরীক্ষার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে হয়েছিল এটা একটা সাধারন সিনেমা। সিনেমায়এমন আজগুবি ঘটনা ঘটেই থাকে। আমি একজন পেশাগত ভাবে মনোবিজ্ঞানী। ছবিটি দেখার সময় আমার একবারও ঐ ঘটনার কোন মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছে করেনি। কারন এটা একটা হিন্দি সিনেমা। সিনেমা দেখবো এবং কিছুক্ষন পর সেটা ভুলে যাব। কিন্তু আমার আয়েসী ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করেছে মনোচিকিৎসকের ঐ প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা। আমিও বলেছি, 'তাই তো মুন্না ভাইতো অসুস্থ'! পরিচালকের মুন্সিয়ানাটা এইখানেই। এতক্ষন সবাই হিন্দি সিনেমার ইলুউশনে থাকলেও এই পরীক্ষা দিয়ে সবাইকে একটা ধন্দে ফেলে দিয়েছে। দর্শক ভাবা শুরু করেছে- এটা কি হিন্দি সিনেমা নাকি সত্যি ঘটনা?

মহাত্মা গান্ধীর মত এমন একটি বিষয় নিয়ে সকল বানিজ্যিক উপাদান দিয়ে যে চমৎকার গল্পটি সাজিয়েছেন এবং ব্যবসা সফল হয়েছেন- তা অন্তত আমাকে মনে করিয়ে দিল গান্ধীকে নিয়ে সিনেমা করার জন্য বুদ্ধিজীবি হতে হয় না। হতে হবে না গান্ধীর দলের লোক বা নিকট আত্মীয়। যা দরকার তা হলো মানুষটির আদর্শ বিশ্বাস করা। আমি আবারও বলছি এই সিনেমা দেখে প্রতিটি দর্শক জানবে বাপুকে ? কি তার মূল আদর্শ ? আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে ছবিতে চমৎকার ভাবে প্রমান করা হয়েছে যে মুন্না ভাই মানসিক ভাবে অসুস্থ। কিন্তু তারপর ও সাধারন দর্শক -মুন্না ভাইকে ভালবাসে। কারন মুন্না ভাই বাপুকে ভালবাসে।

সিনেমাটি দেখার পর আমার বার বার মনে হয়েছে আরেক বিশাল নেতার কথা । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা। এত বড় এক জন নেতা, এত বড় যার আত্মত্যাগ, বাঙ্গালীর জন্য যে এক বিশাল অর্জন এনে দিল - সেই মানুষটির কথা, তার বিশ্বাস আর আদর্শের কথা আমরা সবাইকে জানাতে পারিনি। আচ্ছা, আমরা নিজেরাও কি জানি বঙ্গবন্ধু'র আদর্শ কি? কি সে বিশ্বাস করতো? নাকি এই নামটি হয়ে উঠেছে এক রাজনৈতিক খেলার অস্ত্র? এই মানুষটিকে নিয়ে কোন সিনেমা হলো না কেন? আমার কাছে মনে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি দলের সম্পত্তি হয়ে গ্যাছে। সেই দলের চৌহদ্দি

থেকে সেই মানুষটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আনার সাহস কারো হয়নি। তাই তিনি জাতির পিতা হয়েও ফ্রেম বন্দি হয়ে থাকেন। তাকে স্পর্শ করা যায় না। জাতির জনককে ফ্রেম থেকে খুলে আর মাটির কাছে আনা যায় না। ফ্রেম দলের কার্যালয়ে ঘুরে । সরকারী অফিসে ঘুরে। প্রবাসের দলাদলিতে ঘুরে। কিন্তু ফ্রেমের মানুষটি যে আদর্শের কথা বলে গ্যাছে তা আর শোনা যায় না। কারন মানুষটি এখন কাঁচের ফ্রেমে বন্দি। তাকে নিয়ে এমন একটি ধারনা তৈরী করা হয়েছে -যে কেবল বুদ্ধিজীবি, বা শিক্ষিতরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখবে, কথা বলবে। হয়েছেও তাই। সবাই কেবল মানুষটির ছবিকে গুরুত্ব দিয়েছে গুরুত্ব পায়নি তার আদর্শ । এই ছবিতে গান্ধী মুন্নাকে বলেছিল- 'আমার যত মূর্তি আছে সব ভেঙ্গে ফেল, যত ছবি আছে সব নামিয়ে ফেল। যদি আমার ছবি রাখতেই চাও- তাহলে তোমার হৃদয়ে রাখো।' বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, মৃত্যুদিবস, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস সম্বন্ধে মানুষ যত জানে তার আদর্শের কথা বোধ হয় ততটা জানে না। আর জানেনা বলেই ব্যক্তি পূজা ব্যক্তিরই আদর্শকে মলিন করে দিয়েছে । বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন সিনেমা হয়নি। সাধারন মানুষের কাছে একদম সাধারন ভাষায় এই বিশাল মানুষটির কথা বলা হয়নি।

আগামী ১৫ই আগষ্ট জাতির জনকের মৃত্যু বার্ষিকী। আবারও অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হবে, বক্তৃতা হবে, বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়া হবে। তারপর ঢেকুড় তুলতে তুলতে সবাই বাড়ী যাবে। কর্মকর্তারা তৃপ্তির হাসি হেসে পিঠ চাপড়াবেন আর পরিকল্পনা করবেন - আর কি কি অনুষ্ঠান করা যেতে পারে? আমার বিশ্বাস এই বিশাল শহরে আমার কিছু পাঠক আছেন -যারা গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার লেখা পড়েন। আমি কেবল আমার পাঠকদের বিনীতভাবে একটি অনুরোধ করবো । আগামী ১৫ই আগষ্ট 'লাগে রাহো মুন্নাভাই' ছবিটি দেখবেন। আর নিজেকে প্রশ্ন করবেন- আমরা কবে আমাদের জাতির পিতার আদর্শকে এই ভাবে সাধারন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো?

পুনশ্চ:

১. একই দিনে আরেকটি ছবি দেখেছি। ম্যায় গান্ধী কো ন্যাহি মারা। এই ছবির গল্প, অভিনয়, বান্যিজিক ছবির মত নয়। এর দর্শক ও ভিন্ন এবং সীমিত । এই ছবির গুনগত মান, লাগে রাহো মুন্না ভাইএর চেয়ে অনেক উচুঁ । কিন্তু ব্যবসা সফল হয়েছে লাগে রাহো মুন্না ভাই। এটাই পরিচালকের বড় চ্যালেঞ্জ।

২. এই প্রবাসে আমার জানা মতে গান্ধীর কোন পরিষদ নেই। বাংলাদেশী প্রবাসীদের তিনটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ আছে, আছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অনেক সংগঠন। তারপরও পরিষদ এবং সংগঠনবিহীন ভারতীয়রা বাপুকে যেভাবে মনে করে আমরা আমাদের জাতির পিতাকে কি সেই ভাবে স্মরণ করি?

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com